কুবিতে ডিন নিয়োগে আদালত অবমাননার অভিযোগ শিক্ষক সমিতির

কুবি প্রতিনিধি

প্রকাশ: ১৩ মে, ২০২৬ ১৫:৪৭

সংগৃহীত ছবি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) আদালতের স্থায়ী স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে বিভিন্ন অনুষদে ডিন নিয়োগ এবং শিক্ষকদের পদোন্নতি বোর্ড যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায়

তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

বুধবার (১২ মে) শিক্ষক সমিতির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন সরকার ও সদস্যসচিব ড. মোহাম্মদ জুলহাস উদ্দিন সই করা এক বিবৃতিতে এই প্রতিবাদ জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত ৭ মে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৯তম সিন্ডিকেট সভার বরাত দিয়ে রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন সই করা ১১ মে এক অফিস আদেশে বিজ্ঞান, কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, প্রকৌশল, বিজনেস স্টাডিজ এবং আইন অনুষদে ডিন নিয়োগের তথ্য জানানো হয়।

শিক্ষক সমিতির দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও চেম্বার জজ আদালতের স্থায়ী স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে এসব নিয়োগ

দেওয়া হয়েছে, যা আদালত অবমাননার শামিল। একই সঙ্গে এটি সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তেরও ব্যত্যয় বলে মনে করছে সংগঠনটি।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, এতদিন অনুষদভুক্ত বিভাগগুলোর মধ্যে পালাক্রমে ডিন নিয়োগ হয়ে আসছিল।

পাশাপাশি, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের পদোন্নতি বোর্ড সম্পন্ন না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ব্যয় করে ঢাকায় তড়িঘড়ি করে সিন্ডিকেট সভা আয়োজন করায় শিক্ষক সমিতি নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও ঢাকার লিয়াজোঁ অফিসের বাইরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবনে ওই সিন্ডিকেট সভা আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে যেসব শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বোর্ড এখনো অনুষ্ঠিত

হয়নি। সেগুলো অনতিবিলম্বে সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

শিক্ষক সমিতির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আমজাদ হোসেন সরকার বলেন, সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে আইন বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে পরবর্তী সিন্ডিকেটে ডিন নিয়োগ দেওয়া হবে। কিন্তু তারা সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অমান্য করে কোনো আইন বিশেষজ্ঞের মতামত না নিয়েই ডিন নিয়োগ দিয়েছে। এর তীব্র নিন্দা জানাই।

অধ্যাপক আমজাদ হোসেন আরো বলেন, অনেক ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের প্রমোশন হওয়ার কথা থাকলেও তা আটকে আছে এবং তাদের প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে না। মাত্র দুটি বিভাগের শিক্ষকদের প্রমোশন দিয়েছে, বাকিদের প্রমোশন দিচ্ছে না। এটা হতে পারে না।

সব শিক্ষকের প্রতি সমান বিচার করতে হবে, সবাইকে সমান চোখে দেখতে হবে।

প্রসঙ্গত, গত ৭ মে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৯তম সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১১ মে রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন সই করা এক অফিস আদেশে ছয়টি অনুষদে অন্তর্বর্তীকালীন ডিন নিয়োগ দেওয়া হয়।